"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন সৎয পিতার দ্বারা সৎয কথা শুনে আলোর জগতে এসেছো তাই তোমাদের র্কতবয হল সবাইকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোয় নিয়ে আসা"

*প্রশ্নঃ - যখন তোমরা বাচ্চারা কাউকে জ্ঞান শোনাও তখন কোন্ একটি কথা নিশ্চয়ই স্মরণে রাখবে ?

*উৎতরঃ - মুখে বাবার নাম বার বার বলবে, তাহলে আমিৎব ভাব সমাপ্ত হয়ে যাবে। অবিনাশী উৎতরাধিকারের স্মরণও থাকবে। বাবা বললে র্সবযাপীর জ্ঞান প্রথমেই নস্যাৎ হয়ে যায়। যদি কেউ বলে ভগবান হলেন র্সবযাপী তখন বলো বাবা সকলের মধেয কীভাবে থাকতে পারেন।

*গীতঃ- আজ অন্ধকারে আছে মানুষ....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা কি বললো এবং কাকে আহবান করলো ? হে জ্ঞান সাগর অথবা হে জ্ঞান র্সূয বাবা...ভগবানকে বাবা বলা হয়, তাইনা । ভগবান পিতা এবং তোমরা সবাই তাঁর সন্তান। বাচ্চারা বলে আমরা অন্ধকারে আছি। তুমি আমাদের আলোর জগতে নিয়ে চলো। বাবা বললে প্রমাণিত হয় পিতাকে আহবান করছে। 'বাবা' শবদটি বললে ভালোবাসা অনুভব হয় কারণ পিতার কাছে উৎতরাধিকার প্রাপ্ত হয়। শুধুমাৎর ঈশ্বর বা প্রভু বললে পিতার উৎতরাধিকারের অনুভূতি থাকে না। বাবা বললে অবিনাশী উৎতরাধিকার স্মরণে এসে যায়। তোমরা আহবান কর বাবা আমরা অন্ধকারে আছি, তুমি এখন পুনরায় জ্ঞানের দ্বারা আমাদের দীপ প্রজ্বলিত করো, কারণ আৎমাদের প্রদীপ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। মানুষ মারা গেলে ১২ দিন প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। একজন ঘী ঢালার জন্য বসেই থাকে যাতে প্রদীপ নিভে না যায়। বাবা বোঝান - তোমরা ভারতবাসী আলোয় র্অথাৎ দিনের বেলায় ছিলে। এখন রাতের বেলায় আছো। ১২ ঘন্টা দিন, ১২ ঘন্টা রাত। ওটা হল জাগতিক কথা। এ হল অসীম জগতের দিন এবং অসীম জগতের রাত, যাকে বলা হয় বরহমার দিন - সৎযযুগ ৎরেতা, বরহমার রাত - দ্বাপর কলিযুগ। রাতে অন্ধকার থাকে। মানুষ হোঁচট খেয়ে থাকে। ভগবানকে খুঁজে পেতে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু পরমাৎমাকে পায় না। পরমাৎমাকে পাওয়ার জন্য ভকিত করে। দ্বাপর থেকে ভকিত শুরু হয় র্অথাৎ রাবণ রাজ্য শুরু হয়। বিজয়া দশমীর একটি কাহিনী বানিয়েছে। কাহিনী র্সবদা মনোরম বানায়, যেমন বাইস্কোপ, নাটক ইৎযাদি বানায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হল সৎয। পরমাৎমা বাচ্চাদের রাজযোগ শিখিয়েছেন, রাজৎব দিয়েছেন। তারপরে ভকিতমার্গে বসে সেইসব কাহিনী বানিয়েছে। বযাসদেব গীতা রচনা করেন র্অথাৎ কাহিনী বানিয়েছেন। সৎয কথা তো তোমরা এখন বাবার দ্বারা শুনছো। র্সবদা বাবা-বাবা বলা উচিত। পরমাৎমা হলেন আমাদের পিতা, নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। সুতরাং তাঁর কাছে আমাদের অবশ্যই স্বর্গের উৎতরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া উচিত । এখন তো ৮৪ জন্ম ভোগ করে আমরা নরকে পড়ে আছি। বাবা বোঝান বাচ্চারা, তোমরা ভারতবাসী র্সূযবংশী, চন্দ্রবংশী ছিলে, বিশ্বের মালিক ছিলে, দ্বিতীয় কোনও র্ধম ছিল না, তাকেই স্বর্গ অথবা কৃষ্ণপুরী বলা হয়। এখানে আছে কংস পুরী। বাপদাদা স্মরণ করিয়ে দেন, লকষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। বাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর পতিত-পাবন, গঙ্গা নদী নয়। সব বরাইডদের একমাৎর বরাইডগ্রুম হলেন ভগবান - এই কথা মানুষ জানেনা, তাই জিজ্ঞাসা করা হয় - আৎমার পিতা কে ? তখন কনফিউজড হয়। বলে আমরা জানি না। আরে আৎমা, তুমি নিজের পিতাকে জানো না ? বলে গড ফাদার, তখন জিজ্ঞাসা করা হয় - তাঁর নাম-রূপ কি ? গডকে চেনো ? তখন বলে দেয় র্সবযাপী। আরে বাচ্চাদের পিতা কখনও র্সবযাপী হয় কি ? রাবণের অসুরিক মতে চলে এমন বোধহীন হয়ে পড়েছে। দেহ-অভিমান হল এক নম্বর । নিজেকে আৎমা নিশ্চয় করে না। বলে আমি অমুক। সে তো হল শরীরের কথা। আসলে নিজেকে জানে না । আমি জজ, আমি অমুক.... 'আমি আমি' বলতে থাকে, কিন্তু সেই কথা তো ভুল। আমি ও আমার এই দুটি জিনিস আছে। আৎমা হল অবিনাশী, শরীর হল বিনাশী। নাম শরীরের থাকে। আৎমার কোনো নাম থাকে না। বাবা বলেন - আমার নাম শিব। শিব জয়ন্তীও পালন হয়। এবারে নিরাকারের জয়ন্তী কীভাবে পালন করা হয় ? তিনি কার মধেয আসেন, সে কথা কেউ জানে না। সব আৎমাদের নাম হল আৎমা। পরমাৎমার নাম হল শিব। বাকি সব হল শালগ্রাম। আৎমারা হল সন্তান। এক শিব সব আৎমাদের পিতা। তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা। তাঁকেই সবাই আহবান করে যে এসে আমাদের পবিৎর করো। আমরা দুঃখে আছি। আৎমা র্প্রাথনা করে, দুঃখে সব বাচ্চারা স্মরণ করে এবং পরে এই বাচ্চারাই সুখে বাস করে তখন কেউ স্মরণ করে না। দুঃখী করেছে রাবণ।

বাবা বোঝান - এই রাবণ হল তোমাদের পুরানো শৎরু। এও ডরামার খেলা হল র্পূব নির্দিষ্ট । সুতরাং এখন সবাই অন্ধকারে আছে, তাই আহবান করে - হে জ্ঞান র্সূয এসো, আমাদের আলোর জগতে নিয়ে চলো। ভারত যখন সুখধাম ছিল তখন কেউ এমন করে ডাকে না। কোনও অপ্রাপ্ত বস্তু ছিল না। এখানে তো র্আতনাদ করে, হে শান্তি দেব। বাবা এসে বোঝান - শান্তি তো হল তোমাদের স্বর্ধম। গলার মালা। আৎমা হল শান্তিধাম নিবাসী। শান্তিধাম থেকে সুখধামে যায়। সেখানে তো র্সবৎরই সুখ। তোমাদেরকে র্আতনাদ করতে হয় না। দুঃখের সময়ে চিৎকার করে - দয়া করো, দুঃখহরণ র্কতা সুখপ্রদান র্কতা বাবা এসো। শিববাবা, মিষ্টি বাবা পুনরায় এসো। নিশ্চয়ই আসেন তবে তো শিবজয়ন্তী পালন করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ হলেন স্বর্গের প্রিন্স। তারও জয়ন্তী পালন করা হয়। কিন্তু কৃষ্ণ কবে এসেছিল, সে কথা কেউ জানে না।

রাধে-কৃষ্ণ স্বয়ংবরের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। এই কথা কেউ জানেনা। মানুষ প্রার্থনা করে - ও গড ফাদার.... আচ্ছা, তাঁর নাম-রূপ কি , তখন বলে নাম-রূপ বিহীন। আরে, তোমরা বলো গড ফাদার তারপরে নাম-রূপ বিহীন বলে দাও। আকাশ হল শূন্য, তারও নাম আকাশ। তোমরা বলছো আমরা বাবার নাম-রূপের বিষয়ে জানি না, আচ্ছা, নিজেকে কি জানো? হ্যাঁ, আমরা আৎমা। আচ্ছা, আৎমার নাম-রূপ বলো কি । তখন বলে আৎমাই পরমাৎমা। আৎমা নাম-রূপ বিহীন তো হতে পারে না। আৎমা একটি বিন্দু নক্ষৎর স্বরূপ। ভ্রুকুটির মাঝখানে অবস্থিত, যে সূক্ষ্ম আৎমায় ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। এই কথাটি বুঝতে হবে। তাই ৭ দিনের ভাটির গায়ন করা হয়েছে। দ্বাপর থেকে রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয়েছে তখন থেকে বিকার প্রবেশ করেছে। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমেছে। এখন সবার উপরে গ্রহণ লেগেছে, শ্যাম বর্ণ হয়েছে তাই আহবান করে হে জ্ঞান সূর্য এসো। এসে আমাদের আলোয় নিয়ে চলো। জ্ঞান অঞ্জন সদগুরু দিয়েছেন, অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ হয়েছে ....বুদ্ধিতে আসেন বাবা। এমন নয় জ্ঞান অঞ্জন গুরু প্রদান করেন .... গুরু তো অনেক আছে, তাদের জ্ঞান কোথায় আছে। তাদের গায়ন হয় না। জ্ঞান-সাগর, পতিত-পাবন, সর্বের সদগতি দাতা হলেন একমাৎর বাবা। তাহলে অন্য কেউ জ্ঞান কীভাবে দেবে। সাধুরা বলে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার অনেক পথ আছে। শাস্ত্র পাঠ করা, যজ্ঞ, তপ ইৎযাদি করা - এই সব হল ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথ কিন্তু পতিত কীভাবে পুনরায় পবিৎর দুনিয়ায় যাবে। বাবা বলেন - আমি নিজে আসি। ভগবান তো মাৎর একজন বরহমা-বিষ্ণু-শঙ্কর হলেন দেবতা, তাদেরকে ভগবান বলবে না। তাদের পিতাও হলেন শিব। প্রজাপিতা বরহমা তো এখানেই থাকবে তাইনা। প্রজা এখানে আছে। নামও লেখা আছে প্রজাপিতা বরহমাকুমারী ইনস্টিটিউশন। অর্থাৎ সবাই বাচ্চা। অনেক বি. কে. রা আছে। শিবের কাছে অবিনাশী উৎতরাধিকার প্রাপ্ত হয়, বরহমার কাছে নয়। উৎতরাধিকার ঠাকুরদাদার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়। বরহমার দ্বারা বসে স্বর্গে যাওয়ার উপযুকত করেন। বরহমার দ্বারা বাচ্চাদের দৎতক নেন। বাচ্চারাও বলে বাবা, আমরা তোমার আপন হয়েছি, তোমার কাছে অবিনাশী উৎতরাধিকার প্রাপ্ত করি। বরহমার দ্বারা স্থাপনা হয় বিষ্ণুপুরীর। শিববাবা রাজযোগ শেখান। শ্রীমৎ বা শ্রেষ্ঠতম হল ভগবানের গীতা। ভগবান হলেন একমাৎর নিরাকার। বাবা বোঝান - তোমরা বাচ্চারা ৮৪ জন্ম নিয়েছো। আৎমা পরমাৎমা পৃথক রয়েছে বহুকাল.... বহুকাল থেকে আলাদা তো ভারতবাসীই ছিল। দ্বিতীয় কোনও ধর্ম ছিল না। তারাই সর্ব প্রথমে পৃথক হয়েছে। বাবার থেকে পৃথক হয়ে এখানে পার্ট প্লে করতে এসেছে। বাবা বলেন - হে আৎমারা, আমি তোমাদের পিতা, এখন আমাকে স্মরণ করো। এই হল স্মরণের যাৎরা বা যোগ অগ্নি। তোমাদের মাথায় যে পাপের বোঝা আছে, তা এই যোগ অগ্নি দ্বারা ভস্ম হবে। হে মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা গোল্ডেন এজ থেকে আয়রন এজে এসেছো। এখন আমাকে স্মরণ করো। এই কাজ তো বুদ্ধির তাইনা। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ৎযাগ করে মামেকম্ স্মরণ করো। তোমরা হলে আৎমা তাইনা। এই হল তোমাদের শরীর। আমি, আমি আৎমা-ই বলে । তোমাদেরকে রাবণ পতিত বানিয়েছে। এই খেলা টি পূর্ব রচিত। পবিৎর ভারত ও পতিত ভারত। যখন পতিতে পরিণত হয় তখন বাবাকে আহবান করে। রামরাজ্য চাই। যদিও তারা বলে, কিন্তু অর্থ জানে না। জ্ঞান দাতা জ্ঞান সাগর পিতা হলেন একজনই। বাবা এসে সেকেন্ডে অবিনাশী উৎতরাধিকার প্রদান করেন। এখন তোমরা বাবার আপন হয়েছো। বাবার কাছে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী উৎতরাধিকার প্রাপ্ত করতে। তারপরে সৎযযুগ, ৎরেতায় তোমরা অমর হয়ে যাও। সেখানে এমন বলবে না অমুকে মারা গেছে। সৎযযুগে অকালে মৃৎযু হয় না। তোমরা কালের উপরে জয় লাভ কর। দুঃখের নাম চিহ্ন থাকে না। তারই নাম সুখধাম। বাবা বলেন আমি তো তোমাদের স্বর্গের বাদশাহী প্রদান করি। সেখানে তো অসীম বৈভব থাকে। ভক্তিমার্গে মন্দির বানানো হয়েছে সেই সময়ও অনেক ধন ছিল। ভারত কি ছিল! বাকি অন্য সব আৎমারা নিরাকারী দুনিয়ায় ছিল। বাচ্চারা এখন জেনেছে - উঁচু থেকে উঁচু বাবা এখন স্বর্গের স্থাপনা করছেন। উঁচু থেকে উঁচু হলেন শিববাবা, তারপরে বরহমা-বিষ্ণু-শঙ্কর সূক্ষ্মলোকবাসী। তারপরে এই দুনিয়া।

জ্ঞানের দ্বারাই বাচ্চারা তোমাদের সদগতি হয়। গায়নও করা হয় - জ্ঞান, ভক্তি এবং বৈরাগ্য। পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আসে, কারণ সৎযযুগের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। এখন বাবা বলেন - বাচ্চারা, মামেকম্ স্মরণ করো। আমাকে স্মরণ করতে করতে তোমরা আমার কাছে এসে যাবে। আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আৎমাদের পিতা ওঁনার আৎমারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুৎয সারঃ-

১) পাপের বোঝা যা মাথার উপরে আছে তাকে যোগ অগ্নির দ্বারা ভস্ম করতে হবে। বুদ্ধির দ্বারা দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধকে ৎযাগ করে একমাৎর বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

২) আহবান করা বা আর্তনাদ করার পরিবর্তে নিজের শান্ত স্বধর্মে স্থিত থাকতে হবে, শান্তি হল গলার হার। দেহ-অভিমানে এসে "আমি" ও "আমার" শব্দ বলবে না, নিজেকে আৎমা নিশ্চয় করতে হবে।

বরদানঃ- নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতির দ্বারা মায়াকে নিজের সামনে নত করে হাইয়েস্ট পদের অধিকারী ভব

যেমন মহান আৎমারা কখনও কারো সামনে মাথা নত করে না, তাদের সামনে সবাই নত হয়। ঠিক তেমনই তোমরা বাবার

সিলেক্ট করা র্সবশ্রেষ্ঠ আৎমারা কোথাও, কোনও পরিস্থিতির সম্মুখে বা মায়ার ভিন্ন-ভিন্ন আর্কষণীয় রূপের সামনে নিজেকে নত করতে পারবে না। যদি এখন থেকেই সদা নতমস্তক করার স্থিতিতে স্থিত হবে তবে হাইয়েস্ট পদের অধিকার প্রাপ্ত হবে। এমন আৎমাদের সামনে সৎযযুগে প্রজা স্বমান সহকারে মাথা নত করবে এবং দ্বাপরে তোমাদের স্মারক স্বরূপ র্অথাৎ পূজ্য স্বরূপের সামনে ভকতরা মাথা নীচু করতে থাকবে।

স্লোগানঃ- র্কম করাকালীন যোগের বযালান্স ঠিক থাকলে তবে বলা হবে র্কমযোগী।